প্রথম আলো

তারিখ ... 4 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ■ তুহিন ওয়াদুদ

উপাচার্য ছাড়াই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়!

বর্তমান মহাজোট সরকার কিছুদিন আগে তার মেয়াদের চার বছর পূর্ণ করেছে। যেহেতু আমাদের দেশে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে রাজনৈতিক আনুগত্যকে বড় করে দেখা হয়, সে কারণে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিজস্ব ভাবাদর্শের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয়। এই ঘটনা শুধু বর্তমান সরকারের সময়ের নয়, সব সরকারই তা-ই করেছে।

সরকারের চার বছর পূর্তিতে তাই উপাচার্যদেরও অনেকের নির্ধারিত মেয়াদ চার বছর পূর্ণ হয়েছে। আর যাঁদের চার বছর পূর্ণ হয়নি তাঁদেরও চার বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। চার বছর হওয়ার আগেই ব্যর্থতার ক্যারণে অনেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এক মাসের অধিক হলো উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের পুস্তক ছাপানোর মতো জরুরি কাজ বন্ধ রয়েছে, এমনকি পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ। একজন উপাচার্য না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ থাকে। উপাচার্য পদটি এমনই যে তিনি না থাকলে অন্য কেউ দায়িত্বে থাকলে তিনি উপাচার্যের অনেক কাজই আইনি কারণে করার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে উপাচার্য না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত না হলেও মূলত তাঁর প্রভাব পড়ে একাডেমিক কাজে।

> যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচিত উপাচার্য পদ্ধতি আছে, সেখানে নির্বাচিত উপাচার্য রাখা প্রয়োজন আর যেখানে সেই পদ্ধতি নেই সেখানেও আইন সংশোধন করে নির্বাচিত উপাচার্য পদ্ধতি রাখা প্রয়োজন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। উপাচার্যদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ যেহেতু আগে থেকেই জানা যায়, তাই এক দিনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উপাচার্যশূন্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সরকারের উদাসীনতা কিংবা অবহেলার কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সেখানেও এখন পর্যন্ত কোনো উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবিধ কারণে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর সেশনজট সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে। সেখানে যদি উপাচার্য না থাকার কারণে এক দিনও নষ্ট হয়, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ সবারই মেয়াদ শেষ হয়েছে। সেখানে নতুন কাউকে নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ তিনটি পদ এখন শূন্য। শোনা গেছে, সেখানকার উপাচার্য এখনো বিভাগেও ফেরেননি। নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বিভাগে ফেরার কথা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের শীর্ষ তিনটি পদ শূন্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো অবস্থাতেই ভালোভাবে চলতে পারে না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটিও এখন শূন্য রয়েছে।

দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটিতেই উপাচার্য পদটি শূন্য। শোনা যায়, উপাচার্য হওয়ার জন্য অনেকেই তদবির করেন! অনেকেই আবার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোথাও উপাচার্য হতে আগ্রহ দেখান না। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজেদের গবেষণার কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে ভেবে উপাচার্য হতে চান না। বর্তমানে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের ব্যবস্থা নেই। যেগুলোতে আছে তার মধ্যে শুধু জাহাঙ্গীরনগর ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত উপাচার্য নেই।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্পর্কে দুর্নীতির ফিরিস্তি রয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্পর্কে একই অবস্থা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তো মেয়াদের শেষ সিন্ডিকেট বৈঠকে নিয়োগ উৎসব করলেন। অননুমোদিত পদেই শতাধিক নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ না দেখে তিনি হয় ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ দেখেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মু. আবদুল জলিল মিয়ার নামে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তদন্ত করে তার সত্যতা পেয়েছে মর্মে নোটিশ দিয়ে তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা খর্ব করে রেখেছে। তার পরও তিনি নিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে পত্রিকায় খবর বের হয়েছে। যাঁদের দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া গেছে তাঁদেরও উপাচার্য পদে রাখার যুক্তি নেই।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যদি চলে প্রধান কর্মকর্তা ছাড়া তাহলে অন্যগুলো নিয়ে তো প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে না। সরকারি প্রতিষ্ঠান হলে অনেকগুলো ধাপ থাকে, যেখানে একজন কর্মকর্তা না থাকলে আর একজন কর্মকর্তা হয়তো সেই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে তা একেবারেই অসম্ভব। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্বাচিত উপাচার্য পদ্ধতি আছে, সেখানে নির্বাচিত উপাচার্য রাখা প্রয়োজন আর যেখানে সেই পদ্ধতি নেই সেখানেও আইন সংশোধন করে নির্বাচিত উপাচার্য পদ্ধতি রাখা প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে উপাচার্যদের জবাবদিহি সরকারের কাছে কম থাকে, একরকম করতে হয় না বললেই চলে, নির্বাচিত হলে পরে অন্তত নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে থাকবে। তবে যে পদ্ধতিতেই উপাচার্য নিয়োগ করা হোক না কেন উপাচার্যশূন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনই উপাচার্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা জরুরি।

● তুহিন ওয়াদুদ: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
wadudtuhin@gmail.com